দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

78

# কুমিল্লা বোর্ড বনাম জালিয়াত চক্র

কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষক এবং সেনেরহাট বিজি হাইস্কুলের ধর্ম শিক্ষক মওলানা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াসেরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষার মূল খাতা, মার্কশিট, অতিরিক্ত খাতা, ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার বেশকিছু ধর্ম খাতা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত পরীক্ষার মূল খাতা অলিখিত হলেও পরীক্ষা উপনিয়ন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের সই করা মার্কশিট ছিল, বোর্ডের সিল ছিল, এছাড়া ছিল অন্য তিনটি স্কুলের ট্রান্সফার বই। এসব মালামাল উক্ত ধর্ম শিক্ষকের বিছানার নিচে খাটের গোপন ড্রয়ারে পাওয়া গেছে।

কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির খবর প্রতিবছরই পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়ে আসছে। এতে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীসহ কিছু শিক্ষক জড়িত এমন অভিযোগও সময় সময় করা হলেও কোনরূপ প্রমাণ মেলেনি।

এখন দেখা গেল, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলকরা ছাত্রছাত্রীদের মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে পাস করিয়ে দেয়ার অভিযোগ অসত্য নয়। ধর্মশিক্ষক মওলানা ওয়াসের একাই এ কাজটি করেন না, একটা জালিয়াত চক্র রয়েছে এর পিছনে। তাতে কুমিল্লা বোর্ডের কোন কর্মচারী জড়িত কিনা এবং শিক্ষকদের মধ্যে কারা এর সঙ্গে রয়েছে তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেনেরহাট বিজি হাইস্কুলের ধর্ম শিক্ষকের বাড়ি তল্লাশি করে জালিয়াত চক্রের একজনকে অর্থাৎ মওলানা ওয়াসেরকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু পুলিশ কেন তাকে গ্রেফতার করেনি এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন মনে করেনি তার কারণ বোঝা গেল না।

বলতে গেলে জালিয়াত চক্রের একজন সদস্যের প্রতারণার বিষয়টি পুলিশ উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। আর তাকে গ্রেফতার না করে শুধু কাগজপত্র আটক করেছে। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষা উপনিয়ন্ত্রকসহ অন্যদের সইকরা সাদা খাতা এবং অতিরিক্ত খাতা ও মার্কশিট উক্ত শিক্ষককে কারা সরবরাহ করেছে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার ধর্ম খাতাও তার কাছে রয়েছে, পরীক্ষক তা দেখে সবগুলো কুমিল্লা বোর্ডের কাছে ফেরত দেননি। খাতাগুলো উদ্ধারের পর এটাই প্রমাণিত হয়। অথচ কুমিল্লা বোর্ড ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল যথাসময়ে প্রকাশ করেছে। কীভাবে পরীক্ষার খাতা হাতে না পেয়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করল। এসব ঘটনা থেকে এমন ধারণা করা চলে যে, বোর্ডের কিছু কর্মকর্তা–কর্মচারী এই জালিয়াত চক্রের কাজে নানাভাবে দীর্ঘদিন ধরেই সহায়তা করে এসেছেন।

বারবার কুমিল্লা বোর্ড সম্পর্কে অভিযোগ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তদন্তের কথা বলেছেন। তদন্তও নাকি করেছেন কিন্তু তারা তদন্ত করে কী পেলেন বা পাননি তা কখনও দেশবাসী জানতে পারেনি। পত্রিকায় খবর প্রকাশের তারা গতানুগতিক ব্যাখ্যা দিয়ে এমনভাব দেখিয়েছেন যে, পত্রপত্রিকাগুলো খবরে রঙ চড়াতেই ভালবাসে। ধর্ম শিক্ষক মওলানা ওয়াসের-এর বাড়ি থেকে অপকর্মের প্রমাণ উদ্ধারের পর তারা কী মন্তব্য করেন, তা জানার প্রতীক্ষায় রইলাম।